গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাস্তবায়ন ও মনিটরিং শাখা
www.cabinet.gov.bd

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটির চতুর্থ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি ঃ মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
তারিখ ঃ ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২
সময় ঃ বিকাল ৩.০০ ঘটিকা
স্থান ঃ মন্ত্রিপরিষদ কক্ষ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা ঃ পরিশিষ্ট - 'ক'

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সরকারের একটি বিশাল কর্মসূচি। এর সঙ্গে ২১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট রয়েছে । এ অবস্থায় কর্মসূচি ও উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোথাও দ্বৈততা থাকতে পারে, যা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলির মনিটরিং-এর মাধ্যমে হ্রাস করা যায়। তিনি জানান যে, এ সভাটিতে মূলত মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির ২০১০-১১ অর্থ-বছরের অগ্রগতির উপর প্রণীত খসড়া প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা হবে। দ্বিতীয়ত Citizen Core Database Structure (CCDS) এবং তৃতীয়ত ইউএনডিপি থেকে প্রাপ্ত সামাজিক সুরক্ষা কৌশলের ধারণাপত্রের উপর আলোচনা হবে। সামাজিক সুরক্ষা কৌশলের বিষয়ে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ যেহেতু সাধারণত প্রকল্প বাস্তবায়ন করে না, সেহেতু এক্ষেত্রে এ বিভাগ সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের ভূমিকা পালন করতে পারে। অতঃপর তিনি যুগ্মসচিব (প্রসওবা)-কে সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

২। আলোচ্যসূচি-১ঃ কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটির তৃতীয় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

২.১ তৃতীয় সভার কার্যবিবরণীর ১ম অনুচ্ছেদে অনবধানবশত ১৪-০৭-২০১১, ৩১-১২-২০১১ তারিখ এবং ২২ কোটি টাকা উল্লেখ করা হয়েছে। এ তারিখসমূহ এবং টাকার পরিমাণ যথাক্রমে ১৪-০৭-২০১০, ৩১-১২-২০১০ এবং ২২ হাজার কোটি হিসাবে প্রতিস্থাপনপূর্বক কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হয়।

২.২ কমিটির তৃতীয় সভায় ৭টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ৪টি বাস্তবায়িত হয়েছে। কার্যবিবরণীর ৩.১ ক্রমিকের সিদ্ধান্তের বিষয়ে আলোচনায় উল্লেখ করা হয় যে, উপজেলা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটিতে কর্মসূচি-সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কেননা, এ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত থাকলে তারা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের কর্মসূচি সম্পর্কে অবগত থাকবেন। এতে উপকারভোগী নির্বাচনে দ্বৈততা হ্রাস করা সম্ভব হবে। সিদ্ধান্ত অনুচ্ছেদ ৩.৩-এ বর্ণিত উপকারভোগীদের উপজেলাভিত্তিক ডাটাবেজ প্রণয়নের অগ্রগতির বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, যে সমস্ত দপ্তর এ কার্যক্রম এখনও সম্পন্ন করেনি, তারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। সিদ্ধান্ত অনুচ্ছেদ ৩.৫ -এর বিষয়ে পরিসংখ্যান বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সঙ্গে সমন্বয়ক্রমে তারা

সামগ্রিক নাগরিক ডাটাবেজ প্রণয়নের লক্ষ্যে "National Population Registration and Idetification of Hardcore Poor Households" -শীর্ষক একটি ডিপিপি প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ডিপিপি সম্পর্কে বিভিন্ন সংস্থা হতে মতামত সংগ্রহপূর্বক তা প্রতিফলিত করার কাজ চলছে। খুব শীঘ্রই এটি পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল করা হবে।

৩। **আলোচ্যসূচি-২ঃ মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ।**

৩.১ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির ২০১০-১১ অর্থ-বছরের অগ্রগতির উপর খসড়া প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে। সভাপতি এর উপর উপস্থিত সকলের মতামত আহ্বান করলে অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জানান যে, খসড়া প্রতিবেদনে দ্বৈততা পরিহারে গৃহীত ব্যবস্থার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলি উল্লেখ এবং প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের সুপারিশমালা অন্তর্ভুক্ত থাকা সমীচীন হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগের মহাপরিচালক বলেন যে, এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের সুবিধার্থে একটি কেন্দ্রীয় মনিটরিং ইউনিট থাকা প্রয়োজন এবং কর্মসূচিভুক্ত ডাটাবেজগুলি পৃথক না হয়ে একীভূত হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠির জন্য একটি দারিদ্র্য নিরসন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন যে, আলোচ্য প্রতিবেদনে কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে সকল অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সমস্যা রয়েছে, সেগুলি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জানান যে, দারিদ্র্য নিরসনে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি কতটুকু ভূমিকা রাখছে তার উপর একটি সমন্বিত গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। প্রতিটি প্রকল্প/কর্মসূচি যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে কিনা তাও দেখা প্রয়োজন।

৩.২ এ প্রসঙ্গে সভাপতি আইএমইডি ও জিইডি'র প্রতিনিধিদ্বয়কে বিষয়টির উপর আলোকপাত করার জন্য অনুরোধ জানান। আইএমইডি এবং জিইডি'র প্রতিনিধিদ্বয় জানান যে, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির সামগ্রিক কোন মূল্যায়ন করা হয় নি। তবে, এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে তারা গবেষণা বা মূল্যায়ন কার্যক্রমে সহযোগিতা করবেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের সচিব জানান যে, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির উপর পিপিআরসি-ইউএনডিপি যৌথভাবে একটি সামগ্রিক সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। এছাড়াও ভিজিডি ও ভিজিএফ-এর উপর ইউএসএইড এবং গ্লোবাল সোস্যাল প্রটেক্টশন স্ট্রাটেজি'র উপর বিশ্বব্যাংক গবেষণা করেছে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, সরকারের পক্ষ থেকে সামগ্রিকভাবে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির উপর গবেষণা হওয়া প্রয়োজন এবং এ পর্যায়ে প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করার সময় জিইডি ও পিপিআরসি-এর সমীক্ষা কার্যক্রম পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

৪। **আলোচ্যসূচি-৩ঃ CCDS Format চূড়ান্তকরণ।**

৪.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন যে, CCDS Format-এ কিছু আবশ্যকীয় তথ্য এবং কিছু ঐচ্ছিক তথ্য আছে। তথ্যসমূহের মধ্যে নাগরিকের জাতিসত্তা এ ফরমেটে অন্তর্ভুক্ত না করা এবং নাগরিকের 'জেন্ডার'-এর

পরিবর্তে 'সেক্স' শব্দটি ব্যবহার করার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন। এ প্রসঙ্গে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় 'জেন্ডার' শব্দটি রাখার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। স্থানীয় সরকার বিভাগের মহাপরিচালক জানান যে, নাগরিকের অসামর্থ্য বলতে কি বোঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট হয় নি। সভায় এ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, এখানে শারীরিক অসামর্থ্যের কথা বলা হয়েছে। এটুআই-এর প্রতিনিধি উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন দপ্তর তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপাত্তের পাশাপাশি বর্ণিত উপাত্তসমূহ ব্যবহার করলে এ ফরমেটটি তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইন্টার-অপারেবিলিটি সম্পন্ন ডাটাবেজ হিসাবে কাজ করবে। সিসিডিএস ফরমেটটি আরও পর্যালোচনা করে উপাত্তসমূহ অধিকতর সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

৫। **আলোচ্যসূচি-৪ঃ National Social Protection Strategy সম্পর্কে ইউএনডিপি থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাব পর্যালোচনা।**

৫.১ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন যে, আধুনিক তত্ত্বানুসারে এ ধরনের কর্মসূচির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী জনসাধারণকে দারিদ্র্যসীমা অতিক্রম করতে সহায়তা করা। এ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা কত ভাগের দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব তার একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের নিমিত্ত একটি স্থায়ী কৌশল নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটে National Social Protection Strategy প্রণয়নে ইউএনডিপি'র কারিগরি সহায়তার প্রস্তাবটি ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করা যায়। উক্ত কৌশলপত্রের রূপরেখা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ইউএনডিপি'র একটি অনুসন্ধানী মিশন সংশ্লিষ্ট কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে ইতোমধ্যে আলোচনা সম্পন্ন করেছে বলে সভায় জানানো হয়।

৫.২ অতঃপর National Social Protection Strategy সম্পর্কে ইউএনডিপি'র প্রস্তাবিত ধারণাপত্রটি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে সভায় উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপনায় উল্লেখ করা হয় যে, প্রস্তাবিত কৌশলপত্রটি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের একটি সমন্বিত উদ্যোগ। উপকারভোগী নির্বাচন, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং এ সংক্রান্ত নীতিমালা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সুসংহত করাই এ কৌশলপত্রের মূল উদ্দেশ্য। বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির জন্য জাতীয় পর্যায়ে যুগোপযোগী সমন্বিত নীতিমালা থাকা বিশেষভাবে প্রয়োজন। সমন্বিত নীতিমালার অভাবে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিতে বিচ্ছিন্নতা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বৈততার সম্ভাবনা দেখা দেয়, যার ফলে গৃহীত কার্যক্রম থেকে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন বিঘ্নিত হতে পারে। সুতরাং সমন্বিত দিক নির্দেশনা হিসাবে প্রস্তাবিত কৌশলপত্রটি প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

৫.৩ বিষয়টির উপর আলোচনাকালে সরকারের গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি আরও ফলপ্রসূ করার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত কৌশলপত্র উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে মর্মে সকলে ঐকমত্য প্রকাশ করেন। এ ধরনের কৌশলপত্র সুষ্ঠু ও সফলভাবে প্রণয়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জোরালো নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার উপর সভায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। তবে, এটি প্রণয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নির্দিষ্টকরণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে আরও আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

৬। সিদ্ধান্ত ঃ

৬.১. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ 'উপজেলা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি'-তে উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করবে।

৬.২ যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের উপকারভোগীদের উপজেলা ভিত্তিক ডাটাবেজ সম্পন্ন করেনি, তারা যথাশীঘ্র এ কাজ সম্পন্ন করবে।

৬.৩ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির ২০১০-১১ অর্থ-বছরের অগ্রগতির প্রতিবেদনে সন্নিবেশের উদ্দেশ্যে কর্মসূচি-সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলী এবং সেগুলি সমাধানের সুপারিশসমূহ আগামী ০৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবে।

৬.৪ প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করার সময় এ বিষয়ে জিইডি ও পিপিআরসি পরিচালিত সমীক্ষা থেকে তথ্য, উপাত্ত ও পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬.৫ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ সিসিডিএস ফরম্যাট চূড়ান্তকরণের বিষয়ে আগামী ০৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিত মতামত এ বিভাগে প্রেরণ করবে।

৬.৬ ইউএনডিপি কর্তৃক প্রস্তাবিত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র প্রণয়নের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে ইউএনডিপি'র ধারণাপত্রে বর্ণিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সম্ভাব্য ভূমিকা সম্পর্কে উপস্থিত সদস্যগণ আগামী ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিত মতামত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবেন।

৭। সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করেন।

(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
এবং
আহ্বায়ক
সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সংক্রান্ত
কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি।